বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক)

১৩৭-১৩৮ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।

নকশা কেন্দ্র

নকশা কেন্দ্র, বিসিক, ঢাকা

পটভূমি:

শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীনের পরিকল্পনা অনুযায়ী বিলুপ্ত প্রায় ঐতিহ্যবাহী লোকশিল্পের পুনরুদ্ধার, হস্ত ও কুটির শিল্পের বিকাশ, প্রচার ও প্রসার, সৃজনশীল নকশা উদ্ভাবন, নমুনা উন্নয়ন, নকশা বিতরণ ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যে ১৯৬০ সালে নকশা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে বিভিন্ন শিল্পী ও কলাকুশলীদের প্রচেষ্টায় বিগত ৬০ বছর ধরে কারুশিল্পের উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে নকশা কেন্দ্র। এ পর্যন্ত নকশা কেন্দ্রে বিভিন্ন ট্রেডে মোট প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে ৩১,৫৩২ জনকে, নকশা উদ্ভাবন হয়েছে ৩৫,৪১৩ টি ও নকশা বিতরণ করা হয়েছে ৭৫,৫১৩ টি।

নকশা কেন্দ্রের পরিচিতি:

দেশীয় লোকশিল্পের উৎকর্ষ সাধন ও লোকশিল্পের মাধ্যমে কর্মসংস্থান তৈরীর মহান উদ্দেশ্য নিয়ে ১৯৬০ সালে বরেণ্য শিল্পী জয়নুল আবেদীন ও শিল্পী কামরুল হাসানের হাত ধরে যাত্রা শুরু করে বিসিকের নকশা কেন্দ্র। পরবর্তিতে ভাষা সৈনিক শিল্পী এমদাদ হোসেন সহ দেশের বহু গুণী শিল্পী এই প্রতিষ্ঠানকে আলোকিত করেছেন। হস্ত ও কারু শিল্পের উন্নয়নের পাশাপাশি হস্তশিল্পীদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রতিষ্ঠা লগ্ন হতে অদ্যাবধি কাজ করে চলেছে বিসিক নকশা কেন্দ্র।

নকশা কেন্দ্রে মূলত দু'ধরনের কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

- নকশা ও নমুনা উদ্ভাবন
- প্রশিক্ষণ

নকশা কেন্দ্রের উদ্দেশ্য :

- দেশীয় কারুশিল্পের উন্নয়নের জন্য আধুনিক নকশা ও নমুনা উন্নয়ন;
- দক্ষ কারুশিল্পী তৈরির জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান;
- উদ্যোক্তাদের সহায়তার জন্য নকশা বিতরণ;
- সারা দেশে কারুশিল্পীদের সহায়তায় বহিরাঙ্গন প্রশিক্ষণের আয়োজন;
- উদ্যোক্তাদের বিপণন সহায়তার জন্য মেলা আয়োজন।

দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ :

- বাটিক প্রিন্ট
- স্ক্রিন প্রিন্ট
- ব্লক প্রিন্ট
- ফ্যাশন ডিজাইন ও পোষাক তৈরি
- পাট শিল্প
- পুতুল শিল্প
- চামড়া শিল্প
- বাঁশ-বেত শিল্প
- প্যাকেজিং শিল্প
- ধাতব শিল্প
- বুনন শিল্প
- মৃৎ শিল্প

<u>বস্ত্রছাপা বিভাগে তিনটি বিষয়ে প্রশিক্ষণ পরিচালিত হয়</u> :

- বাটিক প্রিন্ট
- স্ক্রীন প্রিন্ট
- ব্লক প্রিন্ট

বাটিক প্রিন্ট :

বাটিক প্রিন্ট শাখাতে তরলীকৃত গরম মোম ব্রাশ ও জান্টিং এর সাহায্যে কাপড়ে ছোট ছোট ডট ও রেখা টেনে নকশা তৈরি পূর্বক কাপড়ে প্রিন্ট করা হয়। এ শাখায় দুইমাস মেয়াদে বছরে ছয়টি প্রশিক্ষণ পরিচালিত হয়।

বিভিন্ন পদ্ধতিতে বাটিক প্রিন্টের কাজ শেখানো হয় :

- এক রঙয়ের বাটিক — * ওয়াল ম্যাট(বহু রঙ)
- ন্যাপথল কালার (টাইডাই ওড়না) — * ভেজিটেবল রঙ বাটিক নমুনা
- সালফার রঙ টাইডাই নমুনা — * ভ্যাট কালারে টাইডাই শাড়ি
- বাটিক জান্টিং — * বাটিক জ্যাপ পদ্ধতি
- ব্রাশিং পদ্ধতি — * বাটিক জ্যাপ পদ্ধতি

স্ক্রিন প্রিন্ট :

স্ক্রিন প্রিন্ট বর্তমানে বিশ্বব্যাপী বহুল প্রচলিত প্রিন্টিং পদ্ধতি। বিশেষভাবে তৈরি সিনথেটিক মেস কাপড় কাঠ বা লোহার ফ্রেমের সঙ্গে টান করে বেঁধে বিশেষ ক্যামিকাল ও আলোর এক্সপোজারের সাহায্যে স্ক্রিন তৈরির কৌশল শেখানো হয়।

স্ক্রিন প্রিন্ট প্রশিক্ষণে নিম্ন লিখিত বিষয় শেখানো হয় :

- নকশা তৈরি
- স্ক্রিন তৈরি ও নকশা সেট করা
- স্ক্রিন এক্সপোজ
- কামিজ
- সাদা কাপড়ে এক রঙয়ে প্রিন্ট
- বিভিন্ন মাধ্যমে কাপড়ে প্রিন্ট করা (ফয়েল, রাবার, ফোম, ফ্লক ইত্যাদি)

ব্লক প্রিন্ট :

বহু প্রাচীনকাল থেকে ভারতবর্ষে কাঠের পাটার উপর হাতে নকশা খোদাই পূর্বক ব্লক তৈরি করা হয়। ঐতিহ্য অনুযায়ী বর্তমানে বাংলাদেশ এ শিল্পের প্রচলন খুবই জনপ্রিয়। এক টুকরো কাঠের উপর ফুল, পাতা,কলকা ও জ্যামিতিক নকশা দিয়ে জমির নকশা, পাড়ের নকশা, বুটি নকশা সূক্ষ্ম ভাবে কেটে ব্লক তৈরি করা হয়।

ব্লক প্রিন্ট প্রশিক্ষণে নিম্ন লিখিত বিষয় শেখানো হয়

- কুশন কভার
- সোফাব্যাক
- চাদর
- কামিজ
- ওড়না
- সেলোয়ার
- শাড়ি

ফ্যাশন ডিজাইন ও পোষাক তৈরি :

ফ্যাশন ডিজাইন ও পোশাক তৈরি কোর্স টি সাধারণ নকশা বিভাগ থেকে পরিচালনা করা হচ্ছে ২০০৮ খ্রী. থেকে। আকর্ষণীয় পোশাক ডিজাইন ও তৈরির প্রয়োজনীয় সকল পদ্ধতি সম্পর্কে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞান দান করাই এ কেন্দ্রের মূল্য উদ্দেশ্য।

ফ্যাশন ডিজাইন ও পোষাক তৈরি প্রশিক্ষণে নিম্ন লিখিত বিষয়সমূহ শেখানো হয়

- প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত তাত্ত্বিক আলোচনা
- ফ্রি হ্যান্ড নকশা অংকন অনুশীলন
- নকশা অংকন পদ্ধতি
- রং সংক্রান্ত তাত্ত্বিক আলোচনা
- পোষাকের দৈহিক মাপ
- প্যাটার্ণ তৈরি অনুশীলন
- পোষাকে রং এর ব্যবহার ও প্রয়োগ
- ফ্যাশন ডিজাইনে অলংকরন
- কাটিং, ফিগার ড্রইং অনুশীলন, বিভিন্নধরনের প্রয়োগ পদ্ধতি।

<u>পাট,চামড়া ও পুতুল বিভাগ</u> :

পাট শিল্প :

পাট শিল্প প্রশিক্ষণে নিম্ন লিখিত বিষয় শেখানো হয়ঃ

- টেবিল ম্যাট
- শো- পিস
- রশির ব্যাগ
- পেন হোল্ডার
- ওয়াল ম্যাট
- পাট ও চামড়া মিলিয়ে ব্যাগ

চামড়া শিল্প ঃ

চামড়া এ দেশের একটি ঐতিহ্যবাহী শিল্প। এ শিল্পের প্রশিক্ষণে নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি শেখানো হয় যেমন ঃ

- কি হোল্ডার
- কয়েন পার্স
- মানি ব্যাগ
- লেডিস পার্স/ ইভিনিং পার্স
- পেন হোল্ডার
- ফটোফ্রেম
- লেডিস হ্যান্ড ব্যাগ
- ট্যিসু হোল্ডার

পুতুল শিল্প ঃ

পুতুল শিল্প কালের পরিক্রমায় কিছুটা স্তিমিত হলেও বর্তমানে বহির্বিশ্বে এর চাহিদা ব্যপক। দেশীয় প্রযুক্তিতে কাপড় তুলা ইত্যাদি ব্যবহার করে পুতুল তৈরী করা হয়। পরবর্তিতে নানা রকম উপকরণ ও বং ব্যবহার করে এগুলো অলংকরণ করা হয়। এ প্রশিক্ষণে বিভিন্ন বিষয়াদি শেখানো হয় যেমন ঃ

- নরম তুলার বেবি পুতুল
- ওয়াল হ্যাং বিভিন্ন ধরনের পুতুল
- মনিপুরী পুতুল
- নরম তুলার জীবজন্তু
- নরম তুলার পাখি

<u>প্যাকেজিং, বুনন ও ধাতব শিল্প বিভাগ</u> :

প্যাকেজিং শিল্প :

পরিবেশ বান্ধব হিসেবে প্যাকেজিং শিল্প খুবই জনপ্রিয়।

উক্ত প্রশিক্ষণে নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি শেখানো হয়:

- টেবিল ম্যাট
- পেন হোল্ডার
- মাদুরের শপিং ব্যাগ
- চটের শপিং ব্যাগ
- বিভিন্ন ধরনের উপকরণের মাধ্যমে আধুনিক প্যাকেজিং সামগ্রী প্রস্তুতকরণ

বুনন শিল্প :

বুনন শিল্প বাংলাদেশের একটি ঐতিহ্যবাহী শিল্প। উক্ত প্রশিক্ষণে নিম্ন লিখিত বিষয় শেখানো হয় :

- জ্যামিতিক ফর্মের ঘর
- পাখি
- ফিগার
- প্রাকৃতিক দৃশ্য

ধাতব শিল্প :

এ শিল্পের মাধ্যমে প্রাচীনকালে রাজা -বাদশাহদের রুচির বহিঃ প্রকাশ লক্ষণীয়।

ধাতব শিল্প প্রশিক্ষণে নিম্ন লিখিত বিষয়সমূহ শেখানো হয় :

- নাম ফলক
- টিস্যুবক্স
- রেহাল
- জুয়েলারি বক্স
- কাঠের টেবিলে ইনলে প্রক্রিয়ায় মেটাল শিট ও ঝিনুকের কারুকাজ
- কাঠের ব্লক
- মেটাল ব্লক
- জিঙ্ক প্লেটে এচিং এর প্রয়োগ

<u>বাঁশ-বেত ও মৃৎ শিল্প বিভাগ</u> ঃ

বাঁশ ও বেত শিল্প ঃ

বাঁশ ও বেত শিল্প বিভাগে নিম্ন লিখিত বিষয়সমূহ শেখানো হয়।

- ফাইল ব্যাগ
- চাইনিজ ঘর
- কুড়ে ঘর
- চাকমা ঝুড়ি
- টেবিল ল্যাম্প

মৃৎ শিল্পঃ

এ শিল্প দেশের অতি প্রাচীনও ঐতিহ্যবাহী শিল্প। উক্ত প্রশিক্ষণে নিম্ন লিখিত বিষয়সমূহ শেখানো হয়ঃ দ

- পেন হোল্ডার
- স্লাবের সাহায্যে অলঙ্কারযুক্ত টালি প্রস্তুতকরণ
- টেরাকোটাযুক্ত ফুলদানী
- অলংকারযুক্ত টিস্যুবক্স
- দেয়ালে ঝুলানো ফুলের টব
- টেবিল ল্যাম্প শেড

<u>অন্যান্য কার্যাবলী</u>ঃ

- ত্রৈমাসিক কারুশিল্প মেলা আয়োজন
- বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গনে জাতীয় বৈশাখী মেলার আয়োজন
- কারুশিল্পীদের কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ তাঁদের উদ্ভাবিত পণ্যের উপর ভিত্তি করে শ্রেষ্ঠ কারুশিল্পী নির্বাচন ও শ্রেষ্ঠ কারুশিল্পী পুরষ্কার প্রদান

নকশা কেন্দ্রে কয়েকটি ধাপে আধুনিক ও উন্নত নকশার উদ্ভাবন, উন্নয়ন ও প্রায়োগিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয় শিল্পীদের নিপুণ হাতের ছোঁয়ায় । নকশাবিদ, কারুশিল্পী এবং এ-সংক্রান্ত সকল কলাকুশলীদের নান্দনিক ও সামগ্রিক প্রচেষ্টায় প্রতিটি নকশা পরিপূর্ণ মাত্রা পায়। সুক্ষম ও সঠিক নকশা বদলে দিতে পারে পণ্যের ব্যবহার্যতার মাত্রা ও ক্ষেত্র। এ লক্ষ্যে নকশা কেন্দ্র সারা দেশে বহিরাঙ্গন প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে এর ব্যাপ্তি আরও বৃদ্ধি করছে।

পটুয়া কামরুল হাসান নকশা প্রদর্শনী

আধুনিক শিল্পচর্চার রূপকার শিল্পী পটুয়া কামরুল হাসান ১৯৬০ থেকে ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত বিসিক নকশা কেন্দ্রের দায়িত্বে থাকাকালীন উদ্ভাবিত ৭৫টি নকশা শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন প্রদর্শ কক্ষে সংরক্ষণের মাধ্যমে নকশা প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে।

লোকজ ধারায় অঙ্কিত ৭১টি নকশায় পটুয়া কামরুল হাসান রেখা ও উজ্জল রংয়ের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন বাংলার গ্রামীণ প্রান্তিক চিত্র, লতা-পাতা, কল্কির মোটিফ, শাপলা, পলাশ, জবা, পদ্মসহ বিভিন্ন ফুলের ফর্ম, মাছের ফর্ম, হাঁস, মোরগ-মুরগী, পাখি, জীবজন্তুর ফর্ম, পুতুল, বেতের চেয়ার এবং সূচিশিল্পের নকশাসহ নানান লোকজ মোটিফ। এর মধ্যে ১৯৬১ সালে আঁকা নৃত্যরত পুতুলের নকশায় পোশাকের বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। কারু-কাজে খচিত নকশাটি কালো কালিতে কাগজে অঙ্কিত এবং প্রদর্শনী কক্ষের ডান দিকের দেয়ালে বলিষ্ঠ রেখায় পাখির নকশাটি কামরুল হাসানের নিজস্ব ধারায় আঁকা যেখানে রেখা চিত্রের মাধ্যমে বিভিন্ন প্যাটার্ন ব্যবহার করা হয়েছে। ১৯৭৬ সালে ১৭ সে.মি. X ১৮.৫ সে.মি. বারগান্ডি লাল রংয়ে আঁকা নকশাটি কাঁঠ, বস্ত্রছাপা, মৃৎশিল্পসহ কারুশিল্পের কাজে ব্যবহার্য একটি গুরুত্বপূর্ণ লোকজ শিল্পকর্ম।

পটুয়া কামরুল হাসান মূলত এক রংয়ের রেখা চিত্রের মাধ্যমে বেশি নকশা উদ্ভাবন করেছিলেন। রেখাচিত্রের নকশা ছাড়াও প্রদর্শনীতে রঙিন নকশাও প্রদর্শিত হচ্ছে। যার মধ্যে গ্রাম বাংলার প্রান্তিক জীবনধারার সাধারণ চিত্রও শিল্পী তুলে ধরেছেন তাঁর নিজস্ব ধারায়। ১৬.৫ সে.মি x ৩০.৫ সে.মি. সাইজের নকশায় হলুদ, সবুজ ও নীল রংয়ের প্রাধান্যতা বেশি দেখা যায়। এই নকশায় কর্মব্যস্ত গ্রামীণ সকালের একটি দৃশ্য প্রতীয়মান হয়।

বল পয়েন্ট কলমে আঁকা সূচিশিল্পের ব্যবহারোপযোগী নান্দনিক তিনটি নকশা প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হয়। সূচিশিল্প ও নকশী কাঁথা ছাড়াও এই নকশা গুলো লাল, হলুদ, কমলা রংয়ের রেখায় অংকনের মাধ্যমে বিভিন্ন হস্ত ও কারুশিল্পে ব্যবহার করা যায়। গ্যালারির ডান পার্শ্বের দেয়ালে ২৪ সে.মি. x ৩৫.৫ সে.মি. সাইজে মাছের নকশাটি ফোক মোটিফে আঁকা। পোস্টার রংয়ে আঁকা ছোট-বড় এক ঝাঁক মাছের দৃশ্য নকশাটিতে প্রতীয়মান হয়।

১৭.৫ সে.মি. x ১৮ সে.মি. একটি পলাশ ফুলের মোটিফের নকশায় পটুয়া কামরুল হাসান সুক্ষ্ম রেখার ব্যবহার করেছেন এবং ১৪.৫ সে.মি. x ১৭.৫ সে.মি. সাইজের নকশাটি বলিষ্ঠ রেখায় ১৯৭৫ সালে কমলা রংয়ে অংকিত যেখানে গ্রাম বাংলার অতি পরিচিত মোরগ ও মুরগীর দৃশ্য তুলে ধরেছেন শিল্পীর নিপুণ তুলির আঁচড়ে। এছাড়াও অবিচ্ছিন্ন রেখায় বলপয়েন্ট কলমে উদ্ভাবিত নকশায় হরিণের ছবির প্যাটার্ন প্রতীয়মান হয়।

শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন প্রদর্শ কক্ষঃ

নকশা কেন্দ্রের দ্বিতীয় তলায় অবস্থিত জয়নুল আবেদিন প্রদর্শ কক্ষে পটুয়া কামরুল হাসানের নকশা ছাড়াও নকশাকেন্দ্র হতে উদ্ভাবিত ট্রেড ভিত্তিক বিভিন্ন নকশার নমুনা পণ্য সংরক্ষিত আছে। নিয়মিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে প্রশিক্ষণার্থীদের উৎপাদিত পণ্য ত্রৈমাসিক মেলা উপলক্ষ্যে প্রদর্শ কক্ষে প্রদর্শিত হয়। এছাড়াও বিভিন্ন কারুপণ্য যেমন মৃৎশিল্প, ধাতব, কাঠ, পাট, বাঁশ-বেত, পুতুলসহ ব্লক, বাটিক, স্ক্রিন প্রিন্ট, কাঠের লোকজ হাতি-ঘোড়া, মাটির পটারী, কাঠের নৌকা ও কাঠের পালকি প্রদর্শ কক্ষে সংরক্ষিত রয়েছে। প্রদর্শ কক্ষে প্রশিক্ষণার্থীদের বাটিকের তৈরী বিভিন্ন পণ্য, ব্লকের বেড কাভার, শাড়ি, মেয়েদের পোশাক এবং স্ক্রিন প্রিন্টের টি-শার্ট, কুশন কভার ছাড়াও পাটের তৈরী ব্যাগ, জুয়েলারী বক্স, পেন হোল্ডারসহ নানা কারুপণ্যের সমাহার দেখা যায় । মৃৎ শিল্পের প্রশিক্ষণার্থীদের তৈরী মাটির জুয়েলারী বক্স, হাতি, ল্যাম্প শেড, টিস্যু বক্স এবং নকশা কেন্দ্রে বর্তমানে উদ্ভাবিত নকশায় কলের গান সদৃশ মাটির কারুপণ্য প্রদর্শিত হচ্ছে। প্রদর্শনীতে টেপা পুতুল, হাতি, ঘোড়ার অপরূপ নান্দনিক কাজগুলো বাঙালি লোকজ ধারাকেই উপস্থাপন করে। বাঁশের বাদ্যযন্ত্র, ঘর, হাত পাখা, ঝুঁড়ি, মেয়েদের স্যান্ডেল, শীতল পাটির ব্যাগ, গৃহ সজ্জার হস্ত-কারুশিল্পসহ হোগলা পাতা, তালপাতা ও খেজুর পাতার ব্যাগ প্রদর্শ কক্ষে সংরক্ষিত আছে। কাগজের ফুল, ধাতব শিল্প পণ্য ও বুননের বিভিন্ন পণ্য গ্যালারির নান্দনিকতা এবং নকশা কেন্দ্রের ঐতিহ্যকে লালন করে চলেছে। সামুদ্রিক মাছের আঁইশ, মুক্তা ও ঝিনুকের গহনা এবং রূপাসহ বিভিন্ন ধাতুর গহনা একটি কাঁচের টেবিলে সুসজ্জিত আছে। এ ধরণের কারুপণ্য মূলত নকশা কেন্দ্রের গবেষণা মূলক কাজের প্রতিচ্ছবি।

এছাড়া কারুশিল্পী প্রতিযোগিতায় প্রতিবছর দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ঐতিহ্যবাহী হস্ত ও কারুপণ্য যেমন নকশী কাঁথা, শতরঞ্জী, জামদানী, তাঁতের বয়ন শিল্প, পাটের পণ্য, বাঁশ-বেতের হস্তশিল্প, ধাতব গহনা, শীতল পাটি, পুতুল, দারুশিল্প ও মৃৎশিল্প প্রদর্শ কক্ষে প্রদর্শিত হয়।